আত্মার খোরাক

ফাহীম মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ

ফাতিহ প্রকাশন

সূচীপত্র

আত-ত্বারিক ইলাল জান্নাহ..... ১১
ইমানের দাবি ১৫
চিনতে পারো যদি..... ১৬
অতি আপন তবু অচেনা ১৮
আমলের জগৎ..... ২০
মুমিনের শত্রু..... ২১
জীবনের অঙ্ক..... ২১
জিকিরের প্রভাব ২৪
পলে পলে ক্ষয়ে যায়..... ২৫
যাযাবরের প্রশ্নোত্তর ২৭
শরীরে মেশকের ঘ্রাণ ২৯
দুই গুণের অধিকারী..... ৩১
উত্তম-অনুত্তম ৩৩
আখিরাতের সফর..... ৩৪
ন্যায়বিচার..... ৩৫
দরবেশ বাদশাহ..... ৩৭
না পারার আক্ষেপ..... ৩৮
রাসুল প্রেমের শরাব ৪০
কুরআনের পরশে..... ৪২
আত্মার খোরাক ৪৭
প্রেমানলে দগ্ধ প্রেমিক ৪৯
জায়নামাজে তপ্ত জল ৫১
ভগ্ন মনের আকুতি..... ৫৩
খালেস দিলের তওবা ৫৫
শয়তানের ফাঁদ ৫৭
সুরা ওয়াকিয়া রিজকের খাজানা ৫৮

শয়তানকে জুতাপেটা ৬০
দৃঢ়তা ও অবিচলতা ৬২
হালাল রিজিকের প্রভাব ৬৪
তিনিই মহান ৬৫
পর্দা নারীর রক্ষাকবচ ৬৬
মায়ের ভালোবাসা ৬৮
বান্দার হক ৭০
উটের খোদাভীতি ৭২
অসিলা ৭৪
যে পথে রব খুশী ৭৬
যেমন কর্ম তেমন ফল ৭৭
মায়ের আমলের প্রভাব ৭৯
মাশুকে হাকিকি ৮১
গোয়েন্দা সাহাবি ৮৩
তারাই মোদের পূর্বসূরি ৮৬
গুনাহের অনুভূতি ৮৭
মহান রবের দরবার ৮৯
মাকবুল তওবা ৯১
কবরের আওয়াজ ৯৪
তাওবায়ে নাসুহা ৯৫
দ্বীন কল্যাণকামিতার নাম ৯৯
আল্লাহর সাথে ব্যবসা ১০১
তিলাওয়াতে কুরআন ও দরুদে রাসুল (সা.) ১০৩
রাসুলের সম্মান রক্ষায় ১০৫
সর্বদা আল্লাহর জিকির ১০৭
অচেনা হলে ১০৯
বায়তুল্লাহর আশেক ১১১
সুখে-দুঃখে আল্লাহর শোকর ১১৩
অদ্ভুত সততা ১১৫
স্বর্গসুখের পরশ ১১৭
ওয়াদা পূরণ ১২০
যুক্তিতে মুক্তি নেই ১২২
মদিনাওয়ালার প্রেম ১২৪

উত্তর-দক্ষিণ..... ১২৬
রবের সাথে সন্ধি ১২৮
পরশ পাথর ১৩০
ভালো কাজের অসিলা ১৩২
নবিজির মেহমান ১৩৪
জীবন্ত কারামত..... ১৩৬
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর প্রজ্ঞা..... ১৩৮
রহমতের দৃষ্টি..... ১৪০
শয়তান তোমাকে নামাজ পড়তে দেবে না ১৪১
শুধু আল্লাহর জন্য ১৪৩
দুনিয়া বিমুখতা ১৪৫
সকল কাজ হোক ইবাদত ১৪৭
অল্প সংখ্যা বনাম বেশি সংখ্যা..... ১৪৯
তাঁর সন্তুষ্টিই হোক মাকসাদ..... ১৫১
গুনাহের ময়লা..... ১৫৩
রেজা বিল কাজা..... ১৫৫
সিরাতের পরশ ১৫৭
আয় দেখে ব্যয়ের খাত নির্ণয়..... ১৫৯
জাল-টাকা..... ১৬১
সন্তানের হক ১৬২
ইবাদতে ‘ইহসান’ সৃষ্টি করা ১৬৪
চিন্তার খোরাক..... ১৬৭
গুনাহ ছাড়ার পদ্ধতি..... ১৬৯
বদকার সন্তান..... ১৭১
সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব..... ১৭৪
কুরআন-হাদিসেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান..... ১৭৭
সময় বদলায়, রুচি বদলায় ১৭৯
অনন্যোপায় ব্যক্তির দুআ ১৮১
স্ত্রীর হক..... ১৮৩
হাত ছেড়ো না..... ১৮৫
কার প্রেমেতে মগ্ন তুমি ১৮৭
মায়ের সম্মান ১৮৯
মানাকিবে আলি ১৯১

আত-ত্বারিক ইলাল জান্নাহ

প্রতি শুক্রবার জুমুআর নামাজের পর এক ইমাম সাহেব ও তার এগারো বছরের ছেলে নেদারল্যান্ডের আমস্টার্ডাম নগরীর একটি উপশহরে যেতেন। সেখানে তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'আত-ত্বারিক ইলাল জান্নাহ' শিরোনামের ছোট ছোট পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ করত। এটি তাদের রুটিনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

এক শুক্রবারের ঘটনা। সেদিন আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত বৈরী। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। শীতের প্রকোপও কম নয়। বালকটি শরীরে গরম কাপড় জড়াল। তার উপর রেইনকোট। বাবাকে বলল, 'আব্বু চলো, আমি প্রস্তুত!'

বাবা না বুঝার ভান করে বললেন, 'তুমি কী কাজের জন্য প্রস্তুত, বাবা?'

বালকটি তার বাবাকে বলল, 'আব্বু, শহরে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে না? চলো, আমরা কিতাবটি বণ্টন করতে যাব।'

'আজ না গেলে হয় না, বাবা! বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে। সাথে বৃষ্টিও। থাক আজ যাব না।'

বালকটি তার বাবাকে হতভম্ব করে দিয়ে জবাব দিলো, 'আব্বু, আবহাওয়া না হয় বৈরী, কিন্তু সেখানকার মানুষের তো জাহান্নামের পথে হাঁটা বন্ধ নেই!'

'এই পরিস্থিতিতে বের হওয়া যে কোনোভাবেই সম্ভব নয়, বাবা।'

'আপনি যেতে না চাইলে থাক। কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। আপনি আমাকে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। প্লিজ, আব্বু!'

ছেলের আবদারের সামনে বাবা কিছুটা গলে গেলেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে যাও। মনে করে আলমিরা থেকে কিতাব নিয়ে যেয়ো।'

বালক খুশি হয়ে বলল, 'শুকরান, আব্বু!'

এগারো বছরের ছোট্ট বালক; অথচ সে এই হিমশীতল ও বর্ষণমুখর আবহাওয়াতেও শহরের অলিগলিতে ঘুরছে। যাতে যাকেই সামনে পাবে, তার হাতেই কিতাব তুলে দিতে পারে। সে কখনো এ দরজায় ছুটছে, কখনো ওই দরজায়। তার অন্তরে দরদ আর মুখে হাসির রেখা।

চিনতে পারো যদি

সুলতান মাহমুদ গজনবি (রহ.) দরবারে বসা। কপালে চিন্তার ভাঁজ। দুশ্চিন্তায় দরদর করে ঘামছেন তিনি। রাজ্যে প্রতিনিয়ত চুরি হচ্ছে। প্রতি রাতেই খোয়া যাচ্ছে কারো না কারো মূল্যবান সম্পদ। চোরের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

তাই অনেক ভেবে-চিন্তে রাতে ছদ্মবেশে সুলতান নিজেই বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মাঝে মানুষের উপস্থিতি অনুভব করে থমকে দাঁড়ালেন। গুটিগুটি পায়ে মানুষের আওয়াজ লক্ষ করে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন চারজন বসে পরামর্শ করছে। চিনতে পারলেন– এরাই কাঙ্ক্ষিত চোরেরা। সুলতান সালাম দিয়ে তাদের পাশে বসার অনুমতি চাইলেন। নিজেদের মতো কাউকে মনে করে তারা তেমন গুরুত্ব দিলো না। তখন সুলতান নিজে থেকে তাদের সঙ্গী হতে চাইলেন। তারা বলল, 'আমাদের সঙ্গী হতে চাইলে বিশেষ যোগ্যতা থাকা চাই।'

সুলতান রাজি হলেন। বললেন, 'আগে তোমাদের যোগ্যতার কথা খুলে বলো, তারপর আমি আমার যোগ্যতার কথা বলছি।'

প্রত্যেকে এক এক করে নিজেদের যোগ্যতা বর্ণনা করতে শুরু করল।

প্রথম ব্যক্তি: আমি পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি: আমি মাটিতে কান লাগিয়ে সম্পদ কোথায় আছে তা অনুমান করতে পারি।

তৃতীয় ব্যক্তি: যেকোনো লকার অনায়াসে খুলতে পারি।

চতুর্থ ব্যক্তি: রাতের অন্ধকারে যাকে দেখি, দিনেও তাকে চিনতে পারি।

বাহ্! চমৎকার সব গুণ। চুরি করতে হলে এমন সব যোগ্যতাই তো থাকা দরকার। এবার সুলতানের পালা। সুলতান বললেন, 'আমি ডান দিকে ইশারা করলেই ফাঁসির আসামি মুক্ত হয়ে যায়।' সবাই বাহ্ বাহ্ করে উঠল

দুই গুণের অধিকারী

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব মাখলুকাতের স্রষ্টা। আমি আপনি সবার স্রষ্টা। আসমান-জমিন সব তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টিকুল যদি আঠারো হাজার ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এর মাঝে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর গোলামির জন্য। আর বাকি সতেরো হাজার নয়শত নিরান্নব্বইটি মাখলুকের সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবার জন্য। যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং বুঝা গেল, মানুষকে আল্লাহ দুই ধরনের গুণ সহকারে সৃষ্টি করেছেন। যথা: (১) আল্লাহর গোলাম। (২) অন্যান্য মাখলুকের মনিব।

যেমন, অবলা প্রাণিকুল আমাদের খাদেম। গাছ-মাছ সব আমাদের খাদেম বা গোলাম। প্রশ্ন হলো দুই ধরনের গুণ সহকারে মানুষ সৃষ্টির হেতু কী? এতে কী রহস্য লুক্কায়িত? নিশ্চয়ই এর মাঝে এক বিশেষ হিকমত লুক্কায়িত আছে। তা হলো- মনে করুন, আপনি ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছেন। ঘোড়া চলতে চলতেই তার প্রাকৃতিক কার্য সেরে নিচ্ছে। সে কখনো কিন্তু এ কথা বলে না, 'মুনিব, থামুন। আমার ইস্তিঞ্জার জরুরত হয়েছে। তাই আমি আর চলতে পারব না।'

কারণ এতে আপনার সেবায় ব্যাঘাত ঘটবে। পিপাসার্ত হলে কিংবা ক্ষুধার্ত হলেও থেমে যায় না। যখন আপনি সফরে বিরতি দেন। তখন ঘোড়া তার জরুরত বা প্রয়োজন সেরে নেয়।

তেমনিভাবে গাছ এক বছর বেশি ফলন দেওয়ার পর, পরের বছর এ কথা বলে না যে, 'মুনিব, এ বছর আমি ভীষণ ক্লান্ত। তাই এ বছর আর ফল দিতে পারব না। মোটকথা কোনো ওজর-আপত্তি উত্থাপন ছাড়াই তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে মনিবের সেবা দিয়ে যায়। নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয় না। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বোঝাতে চান যে, সতেরো হাজার নয়শত নিরান্নব্বইটি খাদেম যেমনিভাবে তার দায়িত্ব তথা তোমার গোলামি করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি করে না বা নিজের দায়িত্বের মাঝে অবহেলা করে না। ঠিক তেমনি

প্রেমানলে দগ্ধ প্রেমিক

গ্রীষ্মের দুপুর। চরম তাবদাহে পশু-পাখি সব অস্থির। সুয্যি মামা কৃত্রিম রোষে মুঠিমুঠি আগুন ছড়াচ্ছে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মুসাফিরেরা বাঁচার তাগিদে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে না। কোনো এক কাজে বাইরে বের হলেন মালেক বিন দিনার (রহ.)। একটি দৃশ্য দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, একজন যুবক পায়ে ভর দিয়ে নয়, বরং নিতম্বে ভর করে হেঁচড়িয়ে পথ চলছে। কাপড় ঘেমে-নেয়ে একাকার। তাপে তার চেহারার মানচিত্র একদম পাল্টে গেছে। বিবর্ণ-তামাটে রূপ ধারণ করেছে মুখমণ্ডল। তিনি এই দৃশ্য দেখে পেরেশান হয়ে পড়লেন। লক্ষ করলেন, রোদের তীব্রতা পথিকের মনোযোগের মাঝে বিন্দু পরিমাণও বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি।

মালেক বিন দিনার এগিয়ে গিয়ে তাকে সালাম দিলেন। লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে সালামের জবাব দিলো। মালেক বিন দিনার লোকটির পরিচয় জেনে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'হজ করতে যাচ্ছি,' লোকটি জবাবে বলল।

'এখন প্রচণ্ড রোদ। আমার বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আসরের নামাজের পরে রোদের তীব্রতা কমে এলে আবার সফর শুরু করবেন।'

প্রস্তাব শুনে পথিক রেগে গেলেন। বললেন, 'হে মালেক বিন দিনার, আপনি পায়ে ভর করে চলতে পারেন। তাই আপনার জন্য তাড়াতাড়ি সফর করা সহজ। কিন্তু আমি নিতম্বে হেঁচড়ে চলি। সময় বেশি ব্যয় হয়। সফর অনেক দীর্ঘ। আমার ভয় হয়, যদি মাঝপথে মৃত্যু এসে যায় কিংবা বায়তুল্লাহ শরিফে পৌঁছানোর আগেই যদি হজের মৌসুম শেষ হয়ে যায়! তাই চলার পথে কোথাও থামতে চাই না।'

মালেক বিন দিনার (রহ.) মুসাফিরের জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমি আপনার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দেবো। বাহনে চড়ে দ্রুত সফর করতে পারবেন।'

এমন বক্তব্য শুনে লোকটি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। বললেন, 'হে মালেক বিন দিনার, আমি আপনাকে বুদ্ধিমান হিসেবে জানতাম। আপনি এতটা বোধশূন্য তা আমার জানা ছিল না।'

শয়তানের ফাঁদ

একবার হযরত মুসা (আ.) এর সাথে এক শয়তানের সাক্ষাৎ হলো। মুসা (আ.) শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

'শয়তান,' জবাব দিলো সে।

মুসা (আ.) বললেন, 'আচ্ছা তুমি তো মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানান ফাঁদ এঁটে থাকো। সুতরাং তোমার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় ফাঁদ কোনটি?'

'আপনি তো বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করেছেন! এটা কী করে হয় যে, আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাকে বলে দেবো?'

হযরত মুসা (আ.) পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

শয়তান বলল, 'আমার অভিজ্ঞতার সার-নির্যাস তিনটি বিষয়। যথা:

(১) আপনি যদি সদকা করার নিয়ত করেন, তবে সাথে সাথে তা পূরণ করে দেবেন। কারণ আমার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে যে, বান্দার ভালো নিয়ত ভুলিয়ে দেওয়া। আমি যাকে ভুলিয়ে দিই তার আর স্মরণ হয় না। বান্দা এ কথাও ভুলে যায় সে কোনো নিয়ত করছে কি-না?

(২) কেউ যখন আল্লাহর নামে কোনো কসম করে, আমার চেষ্টা থাকে তার কসম ভঙ্গ করার ব্যবস্থা করা। যেমন, কেউ কসম করল যে, সে আর কখনো গুনাহ করবেন না। তখন আমি তার পেছনে বিশেষ কৌশল প্রয়োগ শুরু করি, যাতে সে অবশ্যই গুনাহে লিপ্ত হয়।

(৩) যখন কেউ গায়রে মাহরামের সাথে একান্তে বসে, তখন আমি তাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিই। আর এ কাজ আমি আমার সাঙ্গপাঙ্গ দিয়ে করাই না; বরং নিজে করি।'

প্রিয় পাঠক, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। বিশেষ করে বেগানা রমণীর সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দিন, আমিন।

গোয়েন্দা সাহাবি

কনকনে শীতের রাত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শীতের প্রচণ্ডতায় প্রকৃত জবুথবু হয়ে রয়েছে। সবাই নিজ নিজ অবস্থানে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। দুই-তিন সপ্তাহের লাগাতার প্রতিরক্ষা যুদ্ধে সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন। শরীরটা আর সঙ্গ দিচ্ছে না। তবুও শেষ মুহূর্তে বসে পড়া চলবে না। সেনাপতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুবাহিনীর সর্বশেষ গতিবিধি জানতে উদগ্রীব। সমবেত সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন, 'কে আছো আমাকে শত্রু বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ এনে দেবে? বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দেবেন।'

আওয়াজটা সবার কান ঘুরে আবার রাসুলের কাছেই ফিরে এলো। সবাই নীরব, নিস্তব্ধ। সাহাবায়ে কেরাম সদা দ্বীনের জন্য কুরবানি দিতে প্রস্তুত থাকলেও তখন কেউ নিজের স্থান থেকে নড়ার হিম্মতটুকুও পাচ্ছিলেন না। ঝড়-বৃষ্টি আর তীব্র শীত যেন সবাইকে জমিয়ে দিয়েছে। হাত-পা সব নিশ্চল হয়ে গেছে। কেউ দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছে না। তাই রাসুলের ডাকে কেউ সাড়া দিলো না।

রাসুলুল্লাহ নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজ শেষে আবার বললেন, 'কে আছো? আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দেবেন!'

এবারও সাহাবারা আগের মতো মাথা নিচু করে নিশ্চুপ বসে রইল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার নামাজে দাঁড়ালেন। সালাম ফিরিয়ে পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করলেন, 'কে আছো?'

এবারও কেউ সাড়া দিলো না। এবার নবিজি নির্দিষ্ট করে বললেন। হুজাইফা (রা.) এর দিকে আঙুল তাক করলেন, 'তুমি দাঁড়াও, হুজাইফা।'

যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা না থাকলেও এবার আর বসে থাকতে পারল না। রাসুলের নির্দেশে সে উঠে দাঁড়াল। শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার শঙ্কায় ভুগতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য

আল্লাহর সাথে ব্যবসা

হযরত মুসা (আ.)-এর একজন উম্মত। সে ছিল অত্যন্ত দরিদ্র ও নিঃস্ব। একবার হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো কালিমুল্লাহ। আপনি তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। সুতরাং আপনি আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে এ ফরিয়াদটুকু পেশ করবেন, যেন তিনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সবটুকু জীবিকা একসাথে আমাকে দান করেন। যাতে করে কয়েকদিন হলেও আমি তৃপ্তির সাথে জীবনযাপন করতে পারি। একটু আরামে পানাহার করতে পারি।'

হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর দরবারে তার ফরিয়াদ পেশ করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ফরিয়াদ কবুল করে তাকে কিছু বকরি, গম ইত্যাদি তার ভাগ্যে যা ছিল তা প্রদান করলেন।

এক বছর পর।

হযরত মুসা (আ.) ওই সাহাবির খোঁজ নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে গেলেন। তার বাড়ি পৌঁছে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। অবাক দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন, লোকটি আলিশান প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। বন্ধুদের আপ্যায়নের জন্য আয়োজন করেছে এক আড়ম্বরপূর্ণ ভোজসভার। দস্তরখানে প্রস্তুত রয়েছে বাহারি রঙের ফলমূল ও নানান স্বাদের ভোজ্য সামগ্রী। সকলেই পানাহার শেষে ফূর্তিতে মত্ত।

হযরত মুসা (আ.) হতবাক হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর তিনি আবার যখন তুর পাহাড়ে গেলেন, তখন তিনি আরজ করলেন, 'হে আমার মালিক, আপনি ওই লোককে তার সারাজীবনের রিজিক একত্রে দান করেছেন। কিন্তু তা তো ছিল সামান্য পরিমাণ। অথচ সে এখন বিপুল সম্পদের অধিকারী। কী করে এমন হলো?'

আমাদের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১	বেলা শেষে পাখি	সাগর ইসলাম
২	বাংলা বানানরীতি	জাফর সাদিক
৩	আত্মার ব্যাধি গীবত	ওবায়দুল ইসলাম সাগর
৪	মুমিনের চরিত্র	উস্তায আবু উসামা
৫	ইহুদিবাদীদের মুখ ও মুখোশ	আবদুল আজিজ মোস্তফা কামিল
৬	ফ্যান্টাস্টিক হামজা	এমডি আলী
৭	আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবী
৮	উলামায়ে কেরামের সমালোচনার নেপথ্যে	ড. নাসের ইবনে সুলাইমান
৯	বস্তুবাদের মুখোশ উন্মোচন	তাফাজ্জুল হক
১০	যে কারণে ঈমান দুর্বল হয়	সাগর ইসলাম
১১	ঈমান বৃদ্ধির উপায়	সাগর ইসলাম
১২	দৈনন্দিনজীবনে ২৪ ঘণ্টার সুন্নাহ ও মাসায়েল	আমিন আশরাফ
১৩	সুখের খোঁজে	দীপ্তিময়ী টিম
১৪	আত্মার খোরাক	ফাহিম মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ
১৫	ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়	মুফতী মুনির আহমাদ হাফি. ও শাইখুল ইসলাম আল্লাম তকী উসমানী হাফি.